সাগরের পথে।

উপত্যকার দিনটী আজ বড় সুখের। আজ তাহার প্রাণে সুখের বাণ ডাকিয়াছে, কেবলি তাহার মনে হইতেছে আজ সে কিসের আস্বাদ পাইতেছে —কেবলি যেন দেখিতেছে সুদূর হ'তে কে তাহাকে হাত ছিনা দিয়া ডাকিতেছে। মৃদু মধুর বাতাসের স্পর্শে ও রবির কিরণ সম্পাতে স্রোতস্বতী রূপের প্রভায় ঝলমল্ করিতে করিতে তালে তালে নৃত্যভঙ্গীসহকারে অসীম সাগরের গভীর বুকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ছোট ছোট জলের ফোঁটা-গুলিও স্রোতস্বতীর সঙ্গে দল বাঁধিয়া অনন্ত সাগরের সহিত মিশিবার জন্য হাসিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে কেহ গভীর ভূ-গহ্বর হইতে কেহ শিলাস্তূপের মধ্য হইতে কেহ বা পর্ব্বতের তলদেশের ঘনান্ধকার হইতে মুক্তি পাইয়া হৃদয়ের সবটুকু আনন্দ উজাড় করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার কেহবা অনিচ্ছায় বিধির বিপাকে ক্লান্ত দেহটি কোন প্রকারে স্রোতের মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রভাতে ফুটন্ত যাহারা আপনাকে কত সুখী ও সুন্দর ভাবিয়াছিল তাহারাও এখন ম্লানমুখে আপন আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিয়াছে। সুখীদলের ভিতর একটী ফোঁটা নীরবে ম্লানমুখে যাইতেছে দেখিয়া একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ভাই? এত ম্লান কেন? আমাদের মত আনন্দ ক'রে যাওয়া তোমার ভাল লাগেনা বুঝি?" সে ধীরে ধীরে বলিয়া উঠিল, "না ভাই, আমি যে এক পুত্রহীনা মাতার হৃদয় মথিত করা এক বিন্দু অশ্রু।" ইহাদের কিছুদূরে নূতন দুইটী ফোঁটা স্রোতের মাঝে টুপ্ টুপ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। ইহারা বড়ই ম্লান ও ক্ষীণ, দেখিলেই মনে হয় যেন ইহাদের মধ্যে কতদিনের গভীর সুখ দুঃখের স্মৃতি লুকাইয়া আছে। আজ নিঃশব্দে ইহারাও সেই অসীম সমুদ্রের বুকে ছুটিয়া চলিল—যেখানে প্রতারণা বা ভাণ নাই,—সংসারের শোক তাপ অভিমানের পরিবর্ত্তে যেখানে সদা সুগভীর স্নেহ ও শান্তিময় প্রেম বিরাজমান রহিয়াছে।

গোধূলির আকাশ শিল্পীর মোহন তুলিকার স্পর্শে ধীরে ধীরে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। স্রোতস্বতীও তাহাতে অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিল। শুভ্র

ঢেউগুলি তখন দুকূল প্লাবিত করিয়া শিলাস্তূপের উপর ফুটন্ত ফুলগুলিকে স্রোতের মুখে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার ভাণ করিয়া পুনরায় স্রোতের বুকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই অবসরে কতকগুলি দুঃসাহসিক বিন্দু ঢেউয়ের সহিত তীরে আসিয়া সবুজ ঘাসের তলে লুকাইবার চেষ্টা করিতেই দুরন্ত ঢেউয়ের কাছে ধরা পড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া ছোট ফোঁটা দুইটী এত দুঃখের ভিতর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহারা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, এই হাসির ভিতর দিয়ে তাহাদের পরিচয় হইয়া গেল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তুমি কি মেঘ থেকে এসেছ না পৃথিবীর বুকে চিরে বেরিয়ে এসেছ ভাই?"

"কি হবে আমার পরিচয় জেনে?—আমি ওদের কারুর ভিতর থেকে' আসিনি·····আমি অভাগিণী প্রণয়পীড়িতার তপ্ত অশ্রু মাত্র।"

"অত দুঃখ করোনা বোন—আমিও যে তার বিবাহিতা বালিকার শেষ সম্বল এক ফোঁটা চোখের জল"। *

শ্রীঅনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।
বিজ্ঞান বিভাগ
"ক" শাখা।

---

* একটি ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে।